12-5-50
ইওর ফিল্ম্সের নিবেদন
শৈলজানন্দের
একই গ্রামের ছেলে
পরিবেশক :— ইষ্টার্ণ টকিজ লিমিটেড

ইওর ফিল্মসের নিবেদন—

একই গ্রামের ছেলে

রচনা ও পরিচালনা করেছেন : **শৈলজানন্দ**

সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন : শৈলেশ দত্তগুপ্ত সাহায্য করেছেন : নিখিলেশ সেন

সঙ্গত করেছেন : এইচ্-এম-ভি. যন্ত্রশিল্পীবৃন্দ

আবহ ঐকতান : সুরশ্রী

সঙ্গীত রচনা করেছেন : মোহিনী চৌধুরী

ছবি তুলেছেন : বিভূতি দাস

সাহায্য করেছেন : সুধাংশু ঘোষ, বীরেন কুশারী, চুণীলাল চ্যাটার্জি, প্রতাপ সিংহ, কালী ব্যানার্জি

কথা ও গান তুলেছেন : পরিতোষ বসু

সাহায্য করেছেন : দুর্গাদাস মিত্র, জগদীশ চক্রবর্ত্তী

রসায়নাগারের কাজ করেছেন : জগৎ রায়চৌধুরী

সাহায্য করেছেন : নিরঞ্জন সাহা, জগবন্ধু বসু, প্রফুল্ল মুখার্জী, দুর্গাদাস বসু, নবকুমার গাঙ্গুলী

সম্পাদনা করেছেন : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহায্য করেছেন : মুকুন্দ ব্যানার্জী, অমরেশ তালুকদার

পরিচালককে সাহায্য করেছেন : মুরলীধর বসু, মোহিনী চৌধুরী, কুবের ব্যানার্জি

শিল্পীদের সাজিয়েছেন : সুধীর দত্ত

সাহায্য করেছেন : সুরেশ রায়, সন্তোষ নাথ

বাড়া-ঘর-দোর তৈরী করেছেন : নির্ম্মল বর্মণ

সাহায্য করেছেন : মদন গুপ্ত, শান্তি দাস

ফটো তুলেছেন : সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহায্য করেছেন : শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

আলোক নিয়ন্ত্রণ করেছেন : বিমল দাস, রবীন দাস, বিজয় বসাক, কাঞ্চানারায়ণ, ইন্দ্রমণি, হরিসিং, রমেন কুণ্ডু

সবকিছু তত্ত্বাবধান করেছেন : পশুপতি কুণ্ডু

ইষ্টার্ণ ষ্টুডিওতে (দক্ষিণেশ্বর)

মিচেল্ ক্যামেরা ও আর-সি-এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ধন্যবাদ : ডাক্তারখানার জিনিষপত্র দিয়েছেন : গণেশ দাস (শঙ্কর ফার্ম্মেসী)
নরেন কুণ্ডু (এ. বি. ড্রাগ ষ্টোর্স)

পুস্তকাদি দিয়েছেন : চন্দ্রনাথ পরিষদ

অভিনয় করেছেন

জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রবীন মজুমদার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সন্তোষ দাস, নরেন চক্রবর্ত্তী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, পশুপতি কুণ্ডু, কালীপদ চক্রবর্ত্তী, হরিমোহন বসু, পঞ্চানন, শান্তি, গোবরা, জীবন, সুখেন, রমেন, মুখুজ্জে, পার্শ্বনাথ, সমর, সত্যব্রত, অমিয়, বিনয়, অনিল দেবদাস, আদলবাবু, নীলকণ্ঠ রায়, দেবী চক্রবর্ত্তী, পতিত, বলাই, চারু ভাদুড়ী।

মীরা মিশ্র, সাবিত্রী দেবী, মায়া বসু, সন্ধ্যা দেবী, রেবা দেবী, রেণুবালা (সুখ), আশা বসু, মিনতি, নমিতা, শেফালী।

এই ছবির গানের রেকর্ড করেছেন : এইচ্-এম্-ভি গ্রামোফোন কোম্পানী

একমাত্র পরিবেশক : ইষ্টার্ণ টকিজ লিমিটেড

একই গ্রামের ছেলে

অঞ্জনা গ্রামের দুটি ছেলে—হারু আর নারু। দু'জনের খুব ভাব। দুই বন্ধু।

বিধবা মায়ের একটিমাত্র ছেলে নারু। পাঠশালার পণ্ডিতমশাই বলেন: নারুর বুদ্ধিসুদ্ধি আছে; ভাল করে' যদি পড়ে তো কিছু শিখবে, কিন্তু হারুটা বজ্জাতের একশেষ, ওর কিচ্ছু হবে না।

টিনের একটা দম-দেওয়া হাওয়া-গাড়ী নিয়ে পাঠশালায় বসে বসেই হারু খেলা করে। নিজের মাথাটি তো খেয়েইছে, আবার অন্য ছেলেদেরও মাথাগুলি খেতে চায়।

আপনার বলতে তার কেউ কোথাও নেই।

নারুর বিধবা মাকে সকলে পরামর্শ দিলে: নারুকে যদি মানুষ করতে চাও তো ওকে আর হারুর সঙ্গে মিশতে দিয়ো না। এখান থেকে ছেলেকে তুমি সরিয়ে নিয়ে চলে যাও।

নারুর মা ঠিক তাই করলে। একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় গ্রাম ছেড়ে নারুকে নিয়ে সে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত শহর কলকাতায় এসে হাজির হ'লো।

মা ও ছেলের শুধু থাকা-খাওয়া নয়, ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে।—কোথায় পাবে সে তার মনের মত আশ্রয়? কাকেই-বা সে জিজ্ঞাসা করবে?

ঘটনাচক্রে মিলে গেল একটা আশ্রয়। লোকনাথবাবুর স্ত্রীর হয়েছিল যক্ষ্মা। একে মারাত্মক ব্যাধি, তার ওপর সংক্রামক। সেবা করবার লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। নারুর মা এই কাজটি নিলে—ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে। বললে: আমি মরি ক্ষতি নাই, ছেলে আমার মানুষ হোক্।

তা ছেলে তার মানুষ হ'লো।

নারু লেখাপড়া বিশেষ কিছু শিখলে না। লোকনাথবাবুর ছিল ওষুধের দোকান। নিজের ছেলে নেই, তাই ভেবেছিলেন নারুকে ডাক্তারী শেখাবেন। কিন্তু ডাক্তারী না শিখে নারু শিখলে কোম্পাউণ্ডারি। আর শিখলে কেমন করে সাহেব সাজতে হয়, কেমন করে মদ্যপান করতে হয়, আর কেমন করে' টাকা ওড়াতে হয়।

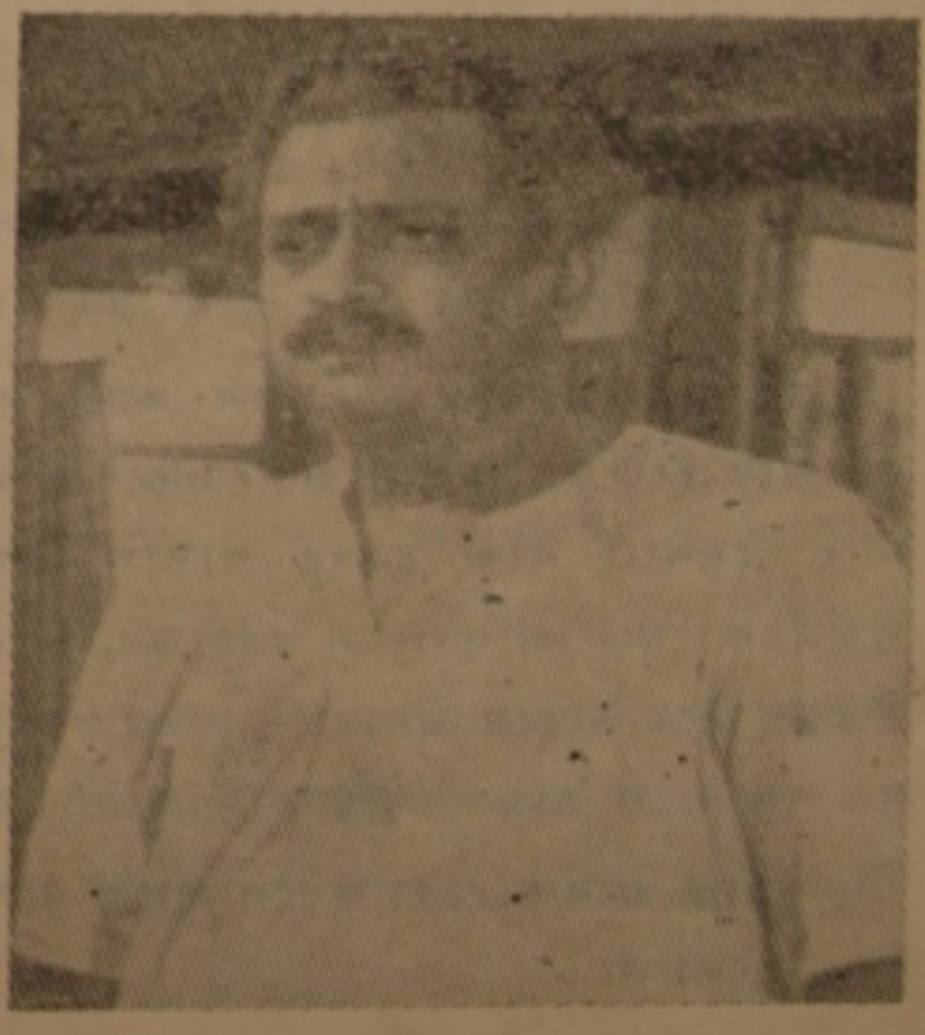

লোকনাথবাবু তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। নারু হয়েছে নারাণ-বাবু।

ঠিক এমনি সময়ে নারুর মা'র হ'লো যক্ষ্মা।

বৃদ্ধ লোকনাথবাবু কেঁদেই সারা! বলতে লাগলেন: তোর এই সর্বনাশা রোগের জন্যে আমিই দায়ী। আমিই রেখেছিলাম তোকে যক্ষ্মা রুগীর সেবা করবার জন্যে।

নারুর মা কিন্তু সেকথা বিশ্বাস করে না। বলে: সেতো অনেক দিনের কথা বাবা।—আর এখন আমার মরতেও তো কোন দুঃখ নেই। যে-জন্যে শহরে এসেছিলাম, সে-আশা আমার পূর্ণ হয়েছে। নারুকে তুমি মানুষ করে দিয়েছ। তার বৌ হয়েছে। ছেলে হয়েছে। এখন আমি মরলামই-বা।

লোকনাথবাবু বলেন: তাই বলে আমার আগে মরতে তোকে আমি দেবো না।

কিন্তু মরতে দেবো না বললেই মৃত্যুকে আটকানো যায় না। নারুর মাকে মরতেই হলো।

মরবার আগে সে তার এত-কষ্টে মানুষ-করা একমাত্র ছেলে নারুকে কাছে ডেকে বলে গেল—দেশে যাবি। তোর পিতৃপুরুষের ভিটে—তা সে যেমনই হোক্—অঞ্জনা গ্রামকে কখনও পরিত্যাগ করিস্ না।

মা'র মৃত্যুর কিছুদিন পরে, নারু তার নিজের মোটর নিজেই চালিয়ে নিয়ে গেল তার সেই জন্মভূমি অঞ্জনা গ্রামে।

গিয়েছিল—সেখানে তার পৈতৃক বলতে জমিজমা বাড়ীঘর যাকিছু ছিল সব-কিছু বিক্রি করতে—অঞ্জনাগ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক চিরদিনের জন্য চুকিয়ে ফেলতে। কিন্তু বিক্রি সে কিছুই করতে পারলে না। দেখা হ'লো তার সেই বাল্যবন্ধু হারুর সঙ্গে। দেখলে হারু ঠিক তেমনিই আছে। লেখাপড়া সে একদম শেখেনি, শিখেছে শুধু মোটর চালাতে। মোটর-ড্রাইভারের কাজও সে কিছুদিন করেছে। আপাততঃ বেকার। কাজকর্ম্ম কিছুই নেই।

নারুকে বললে: আমি তোর মোটর চালাব, আমাকে তুই কলকাতায় নিয়ে চ'।

অনেকদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা! ছেলে খারাপ হয়ে যাবার ভয়ে যে-হারুর কাছ থেকে নারুকে তার মা নিয়ে গিয়েছিল শহরে, সেই হারুকে সঙ্গে নিয়ে নারু এলো কলকাতায়।

কিন্তু কলকাতায় এসে এই হারুই বাধালে এক বিপর্যয় কাণ্ড!

নারুর হাবভাব চালচলন আর বাইরের চাকচিক্য দেখে হারু ভেবেছিল নারু মস্ত বড়লোক হয়েছে, কিন্তু নারুর ভেতরের আসল ব্যাপার জানতে হারুর মোটেই দেরি হ'লো না। দেখলে নারু যতদূর খারাপ হবার ততদূর হয়েছে। যে বৃদ্ধ লোকনাথবাবু তাকে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করেছেন, তাঁরই চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর কষ্টার্জ্জিত অর্থ নারু দু'হাত দিয়ে উড়িয়ে দিবারাত্রি ফুর্ত্তি করছে; স্ত্রীপুত্রের দিকে ফিরেও তাকায় না, কলকাতার মত শহরে সে তার যা খুশী তাই করে' বেড়ায়।

হারু অনেক চেষ্টা করলে তাকে এই সর্ব্বনাশের পথ থেকে ফেরাবার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

শেষ পর্য্যন্ত একদিন এমন হ'লো যে নারু তার এই আবাল্য সুহৃদ হারুর গায়ে হাত তুলতেও কুণ্ঠিত হ'লো না। যৎপরো-নাস্তি অপমান করে' তাকে সে তাড়িয়ে দিলে। স্ত্রী বাধা দিতে গেল, কিন্তু তারও অনুরোধ সে শুনলে না। বললে : তুমিও চলে যাও ওরই সঙ্গে। তোমারও মুখ আমি দেখতে চাই না।

তারপর অনুতপ্ত নারু—বিবেকের দংশনে জর্জ্জরিত হ'য়ে লজ্জায় ক্ষোভে আর সে বাড়ী ফিরলো না। লোকনাথবাবু ভেবে সারা হলেন। নারুর যাবতীয় অপকর্ম্ম—যা সে এতদিন হাত আড়াল দিয়ে রেখেছিল, পাওনাদারদের তাগাদায় সব-কিছু তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো। সকলের কাছ থেকে গোপন করে' যে প্রচুর অর্থ তিনি দুদিনের জন্য লুকিয়ে রেখেছিলেন, পাওনাদার বিদায় করবার জন্যে লোহার সিন্দুক খুলে দেখেন—সব ফাঁক! নারু তাও শেষ করে' দিয়েছে।

এত বড় আঘাত তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। অকস্মাৎ হার্ট ফেল্ করে' তিনি মারা গেলেন।

অনেক টাকার পাওনাদার! মাড়োয়ারী মহাজন তাঁর পাই-পয়সা উশুল করে' নিলেন। বাড়ীর আসবাবপত্র, দোকানের জিনিষ—সব-কিছু বিক্রি হয়ে গেল।

নারুর মা নিঃসম্বল অবস্থায় নারুর হাত ধরে' যেমন একদিন পথে এসে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, তাঁর পুত্রবধূও ঠিক তেম্নি করে' ছোট্ট ছেলেটির হাত ধরে' কলকাতার রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

তারপর কি মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে কত বিচিত্র জটিল পথ অতিক্রম করে' এই কয়টি জীবনের গল্প পরিণতির দিকে এগিয়ে গেল—সে কথা আর না বলাই ভালো। ছবি দেখার মজাটাই তাহ'লে নষ্ট হয়ে যাবে।

এই অপরূপ চিত্র-কাহিনী আপনারা স্বচক্ষে দেখুন। সর্ব্বরসসমৃদ্ধ এই বিচিত্র জীবন-নাট্যের অব্যর্থ আবেদন প্রতিটি দর্শকের মনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে—এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। দর্শক সাধারণই আমাদের শ্রেষ্ঠ বিচারক। আপনারাই বিচার করবেন।

গান

উপক্রমনিকা

শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ

গল্প শোনো সত্যিকারের দুঃখ সুখের ঢেউ-দোলানো,
ভালবাসার রং বোলানো, গল্প শোনো মন-ভোলানো ॥

নিত্য যেথায় ঘুম ভেঙ্গে যায় পাখীর গানে গানে,
সূর্য্য ওঠে, বাতাস ছোটে—ফুল ফোটে যেথানে ;
কাজলা দীঘি, পাগ্‌লা নদী অশথবটের ছায়া
মাটির ঘরে উপ্‌চে পড়ে মায়ের মত মায়া
সেথায় নাকি মানুষ হওয়া দায় !
(তাই) অবুঝ শিশুর হাতটি ধরে' হায়
যায় অভাগী এদেশ ছেড়ে যায় ॥

রোজ যেখানে ভোর না হ'তে বাজে কলের বাঁশী,
ইঁটের কোঠায় কীটের মত মানুষ ঠাসাঠাসি,
কলের জলে, কলের হাওয়ায় কলের জীবন চলে,
দিন মনে হয় রাতকে—এমন বিজ্‌লী বাতি জ্বলে—
সেথায় নাকি মানুষ হওয়া যায়
(তাই) অবুঝ শিশুর হাতটি ধরে' হায়
যায় অভাগী সেথায় চলে যায় ॥

বিশ্বপতির নিজের হাতে গড়া সোনার গ্রাম,
পাষাণপুরী গড়লো মানুষ, শহর যে তার নাম ;
শহর—সে তো নটীর মত টানে রূপের টানে,
পল্লীবধূর বুকের মধুর খবর ক'জন জানে,
শহরবাসী, আয়রে গ্রামে আয় !
(যেথা) একই গ্রামের দুটি ছেলের
আনন্দে দিন যায় ।
আয়রে তোরা সেই গ্রামের পাঠশালায় ॥

ডলির গান

ঘুঙুর রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্—বাজ্ রে !
রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ।

বাজ রুম্ ঝুম্ ঝুম
ঘুম নয়, নয় ঘুম আজরে ।
আজ নাচের ছন্দে
যাই ভুলে আনন্দে—লাজ্ রে ।
আজ আর নাই কোনও কাজ রে ॥

আজ আনলো কে দুই চোখে মায়া !
চোখে নাচে আলো আর নাচে ছায়া ।
আকাশের তারা নাচে,
আঁখিতারা টানে কাছে
ঝল্ মল্ করে পোশোয়াজ রে ॥

বুঝি জলসাতে মোর
আজ এলো মনচোর
তারে রাখবো বেঁধে
গলে দিয়ে বাহুডোর
পরাবো ফুলসাজ রে ॥

খুশীর গান

ছিল স্বপ্ন ছিল—
ঘর বাঁধবো সুখে
ভুল ভেঙ্গে যায় প্রিয়—বুক ভেঙ্গে যায় !
মন যারে চায় তারে যায় না পাওয়া
তাই গেঁথে যাই মালা অশ্রুধারায় ॥

নয়নের কূলে কূলে
যার স্মৃতি ওঠে দুলে - দুলে গো ।
ভুলে গেল - গেল সেকি ভুলে গো ?
ভুলে গেল কত গান, কত-না কথা—
এক সাথে মধুরাতে হোলো দু'জনায় ॥

আজও সেই চাঁদ আছে,
ফুল আজও ফোটে গাছে—গাছে গো!
নাই শুধু নাই প্রিয় কাছে গো ।
নাই যদি পাই কাছে এই জীবনে ।
আসছে জনমে যেন পাই গো তোমায় ॥

ইষ্টার্ণ টকীজের পরিবেশনায় আসিতেছে :—

ইষ্টার্ণ টকিজের

সাহসিকা

রচনা ও পরিচালনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

★

সঙ্গীত পরিচালনা :

পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

: রূপায়নে :

ছন্দা, রেবা, পূর্ণিমা,
ধীরাজ, অবনী, নবদ্বীপ
প্রভৃতি।

★

★

ছন্দাদেবী

অভিনীত—

★

ইষ্টার্ণ টকিজের

অনুরাগ

—পরিচালনা—

অমিয় ঘোষ

★

: অভিনয় করেছেন :

সরযূ, অপর্ণা, ছন্দা,
কানু
প্রভৃতি।

★

ইষ্টার্ণ টকিজের

মহীয়সী

রচনা ও পরিচালনা

সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার

Published by Eastern Talkies Limited and Printed at Prosanna Printing Press,
26, Bose Para Lane. Baghbazar, Calcutta.

মূল্য দুই আনা